সংবাদ

তারিখ ... 15 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩৯ ... কলাম ... 2 .....

চাটখিলে স্কুলে স্কুলে ভর্তি বাণিজ্য

অনেক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধের আশঙ্কা

প্রতিনিধি, চাটখিল (নোয়াখালী)

নোয়াখালীর চাটখিলে সরকারি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পুনঃভর্তির নামে অবাধে চলছে বাণিজ্য। এতে ছাত্রছাত্রীও অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অনেকে ধার দেনা করে এ অর্থের জোগান দিতে বাধ্য হলেও কেউ কেউ অর্থের যোগান দিতে না পারায় ছেলে মেয়ের লেখা পড়া নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। এতে অনেক ছাত্রছাত্রীর লেখা পড়া বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় উপজেলা ২টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সহ ২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুনঃভর্তির নামে ৭ম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনঃভর্তির নামে ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার টাকা করে লাখ লাখ হাতিয়ে নিচ্ছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এ টাকা গ্রহণের রশিদ ও দিচ্ছে না।

সরেজমিনে গিয়ে চাটখিল পিজি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৭ম শ্রেণী উত্তীর্ণদের ৭শত, ৭ম থেকে ৮ম উত্তীর্ণদের থেকে ১ হাজার ৫৪০ টাকা, ভীমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে ৭ম উত্তীর্ণদের থেকে ৭শ', ৭ম থেকে ৮ম এ উত্তীর্ণদের থেকে ৮শ' টাকা ৯ম থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের থেকে ৯৫০ টাকা করে আদায় করছে। এদিকে দশঘরিয়া ইউপি উচ্চ বিদ্যালয়সহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একই অবস্থা। পিজি উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিভাবক নাজমুল ইসলাম, আলতাফ হোসেন, দশঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বাচ্চু মিয়া বলেন, ছাত্রছাত্রীরা উপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হলে নতুন করে ভর্তি ফি দিতে হয়। এ ধরনের ঘটনা গত ৫০ বছরে কেউ দেখিনি বলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এ অভিভাবকরা জানান। এ বিষয়ে চাটখিল সরকারি পি.জি উচ্চ বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক গোলাম মাওলা বাহার ও ভীমপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম ভর্তি ফি আদায়ের কথা স্বীকার করলেও কোন খাতে কত নিচ্ছেন তা জানাননি। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তফা কামাল জানান ভর্তি ফি আদায়ের নিয়ম থাকলেও এত বেশি আদায়ের কোন নিয়ম নেই।